ঈদযাত্রায় করোনার বিস্তার রোধে একযোগে কাজ করার আহ্বান ওবায়দুল কাদেরের

ঈদযাত্রায় করোনার সংক্রমণ বিস্তার রোধে এবং জনগণকে সুরক্ষা দিতে দায়িত্বশীল সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

সোমবার বনানীস্থ বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) এর প্রধান কার্যালয়ে আসন্ন ঈদুল আযহা উপলক্ষে সড়ক-মহাসড়কে যাত্রী সাধারণের যাতায়াত নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে করতে করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত সভায় নিজ বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে তিনি এই আহ্বান জানান।

ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘এটি ধর্মীয় উৎসব হওয়ায় সামাজিক ও ধর্মীয় বাস্তবতায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিআরটিএ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও পরিবহন-সংশ্লিষ্ট সবাইকে ঈদ যাত্রায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে করোনা সংক্রমণ আশংকা রোধে কাজ করতে হবে।’

সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধি, টার্মিনাল প্রতিনিধি, বিআরটিএ, সিটি কর্পোরেশনসহ সব অংশীজনদের নিয়ে যাত্রীদের স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

ওবায়দুল কাদের বলেন, মহাসড়কে ফিটনেসবিহীন যানবাহনে কোরবানির পশু পরিবহন বন্ধ করতে হবে এবং তা উৎসমুখেই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ঈদের তিন দিন আগে থেকে পণ্যবাহী ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে। তবে জরুরি সার্ভিস ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য পরিবহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত থাকবে। যাত্রাপথে জ্বালানি সংগ্রহ ও জরুরি প্রয়োজন ছাড়া গাড়ি থামানো যাবে না। সড়ক ও মহাসড়কের ওপর এবং পাশে কোনোভাবেই পশুরহাট বসানো যাবে না।

বিআরটিএর মোবাইল কোর্ট সার্বক্ষণিক এসব মনিটর করবে জানিয়ে তিনি বলেন, প্রতিটি টিপ শেষে গাড়ির ভেতর ও বাইরে জীবাণুমুক্ত করতে

হবে। যেসব পরিবহন, মালিক-সমিতি সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাবে এবং জনস্বার্থ পরিপন্থী কাজ করবে, তাদের বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

এ সময়ে তিনি ঈদের আগে ও পরে সিএনজি স্টেশনসমূহ খোলা রাখতে জ্বালানি বিভাগকেও অনুরোধ জানান।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মো. নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য মশিউর রহমান রাঙ্গা, বিআরটিএর চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদার, বিআরটিসির চেয়ারম্যান মো. এসছানে এলাহি প্রমুখ।

সূত্র- যুগান্তর

রিজেন্ট হাসপাতালের অনিয়ম জেনেও চুপ ছিল মন্ত্রণালয়

রিজেন্ট হাসপাতালের অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা আর সেবার নামে ডাকাতি আরও একমাস আগেই এসব তথ্য জমা পড়েছিল মন্ত্রণালয়ে।

লিখিতভাবে এসব অভিযোগের কথা জানিয়েছিলেন সেখানে নিয়োগ পাওয়া সরকারি চিকিৎসকরা। পরে তাদের সেখান থেকে সরিয়ে নিলেও শাহেদের রিজেন্টের বিপক্ষে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি মন্ত্রণালয়। যদিও এখন এসবের দায় নিতে চান না সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

রিজেন্টে অভিযানের পরে শাহেদনামায় প্রতিদিনই যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন অধ্যায়। আর সেই সঙ্গে জমাট বাঁধছে নানা প্রশ্ন।

এই করোনাকালে রিজেন্টের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে সেখানে নিয়োগ দেয়া হয় বেশ কয়েকজন সরকারি চিকিৎসক। ১১ মে নিয়োগের দিনেই তাদের কাছে মৌখিক নির্দেশ আসে সেদিনই কর্মস্থলে যোগ দেয়ার। মধ্যরাতে খোদ শাহেদই চিকিৎসকদের ফোন দেন, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী পরিচয়ে। আর হাসপাতালে যোগদানের পরের অভিজ্ঞতা আরো ভয়াবহ।

জাতীয় হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. শরিফুল ইসলাম বলেন, উনি আমাকে প্রথমেই পরিচয় দেন প্রধানমন্ত্রীর সিনিয়র সচিব হিসেবে। ডাক্তারদের সুরক্ষার ব্যাপারে, করোনা রোগীদের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার ব্যাপারে, কোনো কিছুতেই আমি অভ্যস্ত ছিলাম না। পরে জানতে পারলাম যে, এখানে এক্সরে মেশিন নাই, প্যাথলজিস্ট নাই; প্যাথলজির কোনো কাজকর্ম চলে না।

এরই মধ্যে শাহেদের বিশেষ চাহিদা মেটাতে আইসিউইতে তাৎক্ষণিক যোগদানের আদেশ পান এনেস্থেশিয়ার এক জুনিয়র কনসালটেন্ট। যদিও কাজ করতে গিয়ে দেখেন নামেই আইসিইউ। বাস্তবে সেখানে এমন সেবা দেয়ার ন্যূনতম সুবিধা ছিল না। ১৫ মে মন্ত্রণালয়ে লিখিত অভিযোগ করেন তিনি। তিন দিনের মধ্যে রিজেন্ট থেকে তুলে নেয়া হয় সরকারি সব চিকিৎসককে।

মুগদা জেনারেল হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট ডা. শরীফ সামিরুল আলম বলেন, আমি অ্যাপলিকেশন্স লিখেছি ওখানে দেখবেন যে, কোনো ডাক্তার ছিল না, কোনো নার্স ছিল না। সব মিলিয়ে আইসিইউ’র মতো সেটআপটা ওইখানে ছিল না।

এবার সমীকরণটা মেলানো যাক। যদি এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসকদের রিজেন্টে নিয়োগের আদেশ তুলে নেয়া হয়। তবে চিঠিতে লেখা হাসপাতালের অনিয়মের বিষয়ে কেন ব্যবস্থা নেয়নি মন্ত্রণালয়। সে সময় দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন দায় এড়ানোর কথা।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) সিরাজুল ইসলামকে ফোন করে সময় সংবাদের পরিচয় দেয়ার পর তিনি বলেন, আমি এখন কথা বলবো না।

মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব হাবিবুর রহমান বলেন, তখন আমি প্রশ্ন তুললাম, বেসরকারি হাসপাতালে আমরা সরকারি ডাক্তার কেন দেবো? তখন আমাকে বলা হলো যে, ওইখানে তো ৩৯তম বিসিএস থেকেও কতজন ডাক্তারকে যেন পদায়ন করা হয়েছে।

সেখানে যে একটা ঝামেলা হচ্ছে সেটা তো আপনারা বুঝতে পারছিলেন, এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, না, ওটা আমি তখন বুঝতে পারিনি।

এদিকে এ নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আর অধিদপ্তরের হাসপাতাল শাখার পরিচালক। তিনি রাজি হননি কথা বলতেও।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ছাত্রলীগ নেতা অস্ত্রসহ গ্রেফতার

ফেনীর সোনাগাজীতে ছাত্রলীগ কর্মী শামীম হত্যা মামলায় ছাত্রলীগ নেতা সাঈদ আনোয়ার প্রকাশ আনোয়ার হোসেনকে (২৮) অস্ত্রসহ গ্রেফতার করেছে র্যাব।

র্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সোনাগাজীর জিরো পয়েন্ট সংলগ্ন আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে থেকে সোমবার তাকে গ্রেফতার করা হয়।

এসময় তার কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগজিন ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। তার বিরুদ্ধে গত বছর ঈদুল আযহার রাতে আমিরাবাদ ইউনিয়ন ছাত্রলীগ কর্মী মো. শামীমকে হত্যা, পুলিশের ওপর হামলা, ছিনতাইসহ বিভিন্ন সময় এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সশস্ত্র সংঘর্ষের বিভিন্ন অভিযোগ আছে। আনোয়ার আমিরাবাদ ইউনিয়নের তিন বাড়িয়া গ্রামের মো. হানিফের ছেলে।

করোনায় বিএনপি নেতা আউয়াল খানের মৃত্যু

বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ও ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস আবদুল আউয়াল খান আর নেই।

করোনাভাইরাসের কাছে হার মেনে আজ সোমবার দুপুর সোয়া ২ টায় তিনি মহাখালীতে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের

চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তিনি আইসিইউতে ভর্তি ছিলেন।

আজ সোমবার এ তথ্য জানান তার ছোট ভাই আবদুল নবিন খান।

তিনি বলেন, ‘ভাইকে (আবদুল আউয়াল খান) মুগদা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার টেস্টে পজেটিভ আসে। তার শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে মুগদাতে আইসিইউ বেড না পেয়ে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

আবদুল নবিন খান বলেন, ‘মুগদা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তির আগে গত ৪-৫ দিন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে বাসাতেই আইসোলেশনে ছিলেন আবদুল আউয়াল খান। ’

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

মধ্যরাতে সাহেদকে নিয়ে উত্তরায় ডিবির অভিযান

রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান সাহেদকে নিয়ে অভিযান চালিয়েছে ডিবি। শনিবার মধ্যরাতে রাজধানীর উত্তরায় এই অভিযান চালানো হয়।

এ সময় সাহেদের ব্যক্তিগত গাড়ি থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সাতক্ষীরার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে গত বুধবার ভোরে সাহেদকে গ্রেফতার দেখায় র্যাব। এদিন বিকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সাহেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। পরে তাকে ডিবির কাছে হস্তান্তর করে র্যাব। রিজেন্টের জাল-জালিয়াতি অভিযোগের তদন্ত করছে ডিবি।

টিভি টক শোর নিয়মিত আলোচক ও প্রভাবশালীদের সঙ্গে অসংখ্য সেলফি ও ছবি তুলে নিজেকে জাহির করতেন সাহেদ। কিন্তু কোভিড চিকিৎসার নামে প্রতারণা করে শেষ পর্যন্ত ফেসে যান।

৬ জুলাই র্যাব সাহেদের মালিকানাধীন রিজেন্টের উত্তরা ও মিরপুর শাখায় অভিযান পরিচালনা করে। জানা যায়, করোনার ৬ হাজার ভুয়া প্রতিবেদন দিয়েছে এই হাসপাতাল। হাসপাতালের লাইসেন্সও নবায়ন করেনি। সাহেদকে এক নম্বর আসামি করে মামলা করে র্যাব। তারপরই তাকে খুঁজতে সারাদেশে তৎপরতা শুরু করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

সাহেদের পৈতৃক বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের বশিরহাট। ২০০৮ সালের দিকে বহুধাপ বিপণন (এমএলএম) ব্যবসায় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা- পয়সা আদায় করে চম্পট দিয়েছিলেন তিনি। সে সময়ও আশ্রয় নিয়েছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

আত্মসমর্পণ করে ৫ দিনে সাড়ে ১৭ হাজার আসামির জামিন

গত ১২ থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত অধস্তন আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পেয়েছে ১৭ হাজার ৫৯০ জন আসামি। পাঁচহাজর ৩১৯টি মামলায় আত্মসমর্পণের পর এদের জামিন হলেও কারাগারে পাঠানো হয়েছে এক হাজার ১৭৪ জন আসামিকে।

রবিবার সুপ্রিম কোর্টের স্পেশাল অফিসার মোহাম্মদ সাইফুর রহমান এ তথ্য জানিয়ে বলেন, গত ১২ জুলাই থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত (রোববার-বৃহস্পতিবার) সারা দেশের অধস্তন আদালতে পাঁচহাজার ৩১৯টি মামলায় আত্মসমর্পণ আবেদন নিষ্পত্তি হয়। মোট ১৭ হাজার ৫৯০ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর হয়েছে। এক হাজার ১৭৪ জন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে গত ১২ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন জানায়, গত ৫ জুলাই থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত পাঁচদিনে সারা দেশে সিএমএম ও সিজেএম কোর্ট থেকে ২৩ হাজার ৩৯৬ জন আত্মসমর্পণ করে জামিন নিয়েছেন।

এসময়ে ছয় হাজার ৫৮৮টি আত্মসমর্পণ পূর্বক জামিনের আবেদন নিষ্পত্তি

করা হয়।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

কর্মসংস্থান করতে না পারলে সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে : রব

করোনা মহামারির ভয়াবহতায় কয়েক কোটি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে বলে দাবি করেছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সভাপতি আ স ম আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ছানোয়ার হোসেন তালুকদার।

আজ রবিবার এক সংবাদ বিবৃতিতে তারা বলেছেন, কর্মহীন মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারলে সমাজে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে এবং রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বিপন্ন হওয়ার পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে।

জেএসডি নেতারা বলেন, বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, লকডাউনের সময় দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৯৮ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ কাজ হারিয়েছেন। এরমধ্যে ৮৭ শতাংশ মানুষকে খাবার জোগাড় করতে প্রচণ্ড বেগ পেতে হচ্ছে। একবেলা খেয়ে ক্ষুধার যন্ত্রণায় দিনাতিপাত করছে ৫ শতাংশ মানুষ। শিশু, অন্তঃসত্ত্বা মা ও বয়স্ক মানুষেরা পুষ্টিকর তথা স্বাভাবিক খাবার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

শুধু ত্রাণ দিয়ে কোটি কোটি মানুষকে দীর্ঘদিন কর্মহীন রাখা মানবজীবনের জন্য আত্মমর্যাদা বোধের পরিচায়ক নয় উল্লেখ করে তারা আরও বলেন, ত্রাণব্যবস্থা একেবারেই সাময়িক, এটা স্থায়ী কোনও সমাধান হতে পারে না। কর্মহীন মানুষের জন্য অবশ্যই দ্রুত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মসংস্থান ছাড়া কোনও ক্রমেই রাজনৈতিক-সামাজিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা এবং তা বজায় রাখা সম্ভব নয়।

ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫ দফা প্রস্তাবনা দেওয়া হয়

দলটির পক্ষ থেকে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— কর্মসংস্থানের জন্য ব্যাপকভিত্তিক মাইক্রো ক্রেডিট কর্মসূচি চালু করা, উপআঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গঠন করে দেশের অভ্যন্তরে সুপার হাইওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবসা চালু করা।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

বিদেশগামীদের করোনার সনদ বাধ্যতামূলক

সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী আগামী ২৩ জুলাই থেকে বাংলাদেশ থেকে আকাশ পথে বিদেশ গমনকারীদের জন্য কভিড-১৯ পরীক্ষার সনদ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সে কারণে বিদেশ গমনেচ্ছু বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের যাত্রীদেরকে সরকার ঘোষিত কভিট -১৯ পরীক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী প্রতিপালনের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, গত ১২ জুলাই আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বিদেশ গমনেচ্ছু যাত্রীদের কোভিড-১৯ মুক্ত সনদ নিয়ে বিদেশ যেতে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে কারণে বিদেশ গমনেচ্ছুদের সরকার ঘোষিত কোভিড-১৯ পরীক্ষা সংক্রান্ত নিম্নরূপ নির্দেশনাবলী প্রতিপালন করতে হবে।

নির্দেশনাবলী হলো- যাত্রার ৭২ ঘণ্টার পূর্বে কোনো নমুনা সংগ্রহ করা হবে না এবং যাত্রার ২৪ ঘণ্টা পূর্বে রিপোর্ট নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে; নমুনা প্রদানের সময় পাসপোর্টসহ যাত্রীদের বিমান টিকেট ও পাসপোর্ট উপস্থাপন এবং নির্ধারিত ফি পরিশোধ করতে হবে; কোভিড-১৯ পরীক্ষার নিমিত্তে নির্দিষ্টকৃত পরীক্ষাগার যে জেলায় অবস্থিত সে জেলার সিভিল সার্জন অফিসে স্থাপিত পৃথক বুথে তাদের নমুনা প্রদান করবেন; নমুনা প্রদানের পর থেকে যাত্রার সময় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আবশ্যিকভাবে আইসোলেশনে থাকবেন; বিদেশ যাত্রীদের কোভিড-১৯ পরীক্ষা সনদ প্রাপ্তির জন্য ল্যাবে গিয়ে

নমুনা প্রদানের ক্ষেত্রে ৩৫০০ টাকা এবং বাড়ি থেকে নমুনা সংগ্রহে ৪৫০০ টাকা ফি প্রদান করতে হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে নমুনা পরীক্ষার জন্য ১৬টি সরকারি হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের তালিকা দেয়া হয়। হাসপাতালগুলো হলো, বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রামের বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিসেস, কক্সবাজার মেডিক্যাল কলেজ, কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন অ্যান্ড রেফারেল সেন্টার, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট,

জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, নারায়ণগঞ্জ ৩০০ শয্যা হাসপাতাল, খুলনা মেডিক্যাল কলেজ, কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ, ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ, বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ, দিনাজপুরের এম আবদুর রহিম মেডিক্যাল কলেজ, রংপুর মেডিক্যাল কলেজ এবং সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ।

বিমানবন্দর সূত্র জানায়, ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা দেশের তিন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম) এবং দেশি-বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলোতে পাঠানো হয়েছে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

নিজের করোনা আক্রান্ত হওয়া নিয়েও যেভাবে নাটক সাজিয়েছেন সাহেদ

রিজেন্ট হাসপাতালের স্বত্বাধিকারী ও রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাহেদ আক্রান্ত রোগীর নমুনা সংগ্রহ করে তা দিয়ে নিজের নামে করোনা পজিটিভ সনদ তৈরি করেছিলেন। এ কাজে তাকে তার এক সহকারী সহযোগিতা করেন।

সাহেদ নিজেই ওই সহকারীকে এভাবে তার নামে করোনা সনদ তৈরির নির্দেশ দেন। শুক্রবার ডিবি কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদে তিনি এসব স্বীকার করেন বলে জানা গেছে। শুক্রবার ছিল তার ১০ দিনের রিমান্ডের প্রথম দিন। এর আগে বৃহস্পতিবার রিমান্ড শুনানির সময় সাহেদ নিজেকে করোনা রোগী বলে দাবি করেন।

ডিবি কর্মকর্তারা জানান, অসুস্থতার ভান করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গেও প্রতারণা শুরু করেছেন। তদন্ত কর্মকর্তাদের দূরে রাখতেই তিনি করোনায় আক্রান্ত হওয়ার কথা বলছেন। এমনকি নাকের ভেতর টিস্যু পেপার ঢুকিয়ে বারবার হাঁচি দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছেন।

ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) যুগ্ম কমিশনার আবদুল বাতেন গণমাধ্যমকে বলেন, সাহেদ খুব চালাক প্রকৃতির লোক। সে অসুস্থতার ভান করছে বলে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে। তারপরও তার ব্যাপারে আমরা সতর্ক আছি। তাকেসহ অন্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সে কৌশলে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। তবে সে বেশিরভাগ প্রতারণার কথা স্বীকার করেছে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

‘করোনায় জালিয়াতি ও বন্যার দুর্যোগ ঢাকতে ইস্যু তৈরি করছে সরকার’

‘করোনায় ব্যর্থতা, নমুনা পরীক্ষায় জালিয়াতি ও ভয়াবহ বন্যার দুর্যোগ ঢাকতে নানা ইস্যু তৈরি করে জনদৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে সরকার।’

আজ শনিবার (১৮ জুলাই) দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে অবস্থিত দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্সে এসব কথা বলেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী আহমেদ।

রিজভী বলেন, ‘করোনা মহামারির ব্যর্থতা, করোনার নমুনা পরীক্ষায়

জালিয়াতি ও ভয়াবহ বন্যার দুর্যোগ ঢাকতে নানা ইস্যু তৈরি করে জনদৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে সরকার। ২৩ দিন ধরে অতিবাহিত হওয়া বন্যা পরিস্থিতির এখনও কোনো উন্নতি নেই। বরং দিনকে দিন বন্যা প্রলয়ঙ্করী রূপ ধারণ করছে। বন্যা পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, এই বন্যা নাকি আরো তিন সপ্তাহ স্থায়ী হবে, যদি তাই হয় তাহলে বাংলাদেশের ব্যাপক এলাকা পানিতে ডুবে অতীতের রেকর্ড ভঙ্গ করবে।’

দেশের বিভিন্ন এলাকার বন্যা পরিস্থিতি তুলে ধরে রিজভী বলেন, ‘কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইলসহ ব্যাপক এলাকায় নদী ভাঙন বিপজ্জনক রূপ ধারণ করেছে। নদী ভাঙনের ফলে বন্যা দুর্গত এলাকায় পাট, ধান, সবজিসহ ফসলি জমি, ঘর-বাড়ি, গবাদি পশু নদীর পেটে চলে গেছে। নাজেহাল অবস্থায় পড়েছে বাঁধ ভাঙা এলাকার লোকজন।

বন্যার পানিতে চাষবাস ও বসবাসের যোগ্য নদীর চরগুলো তলিয়ে গিয়ে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় লাখ লাখ মানুষ হাহাকার করছে। বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার চারটি চর যমুনার বুকে তলিয়ে গেছে। এভাবে ব্রহ্মপুত্র, যমুনার করালগ্রাসে কুড়িগ্রাম, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ ও গাইবান্ধার বেশ কিছু গ্রাম বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে দ্বিতীয় দফা বন্যা চলছে। আরো এক দফা বন্যার পূর্বাভাসে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে হাওরবাসী।’

বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘অস্বাভাবিকভাবে তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী এই বন্যার কবলে প্রায় ২০-২৫টি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পানিতে ডুবে গেছে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা, আত্রাই, ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, সুরমা ও কুশিয়ারাসহ দেশের অধিকাংশ নদীর উপচেপড়া বন্যার পানিতে গ্রামের পর গ্রাম তলিয়ে যাচ্ছে। পানিবন্দি হয়ে পড়েছে লাখ লাখ মানুষ। পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে ফসলি জমি, মৎস্য খামার ভেসে যাচ্ছে।

ভেঙে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। উত্তরাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলে নদী ভাঙন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র লিপ সার্ভিস ছাড়া সরকার এখন পর্যন্ত কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। করোনার আঘাতে অসুস্থ মানুষের প্রতি সরকার যেমন কোন দায় বোধ করেনি, ঠিক তেমনি বন্যাকবলিত লাখ লাখ অসহায় মানুষের প্রতিও সরকার ভ্রুক্ষেপহীন।’

রিজভী আরো বলেন, ‘ফসল আবাদ করে যে মানুষগুলো স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপন করত তারা এখন বন্যা-আশ্রয় কেন্দ্রে দু’মুঠো খাবারের

জন্য হাহাকার করছে। নদী ভাঙন রোধে সরকারের দ্রুত কোনো তৎপরতা নেই। ভাঙনের শিকার অসহায় মানুষগুলোকে সহায়তা করতে সরকারি যন্ত্রের শৈথিল্য পরিস্থিতিকে চরম অবনতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। বন্যাকবলিত এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানি, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও খাদ্য সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। এমনকি গবাদি পশু ও শিশু খাদ্যের সংকটও চরম মাত্রায় বিরাজমান।’

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, ‘বন্যা উপদ্রুত মানুষগুলোর জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা না থাকায় তারা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছে। করোনার মহামারি মোকাবিলায় অনাচার, অব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার ন্যায় বন্যা মোকাবিলায় সরকার উদাসীন ও নির্লিপ্ত। করোনার আঘাতে অসুস্থ মানুষের প্রতি সরকার যেমন কোন দায় বোধ করেনি, ঠিক তেমনি বন্যাকবলিত লাখ লাখ অসহায় মানুষের প্রতিও সরকার ভ্রুক্ষেপহীন।

কোরবানি ঈদের প্রাক্কালে বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগেও মানুষের পাশে নেই সরকার। এমনিতে করোনার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত মানুষ তার ওপর বন্যার মহাদুর্যোগে মানুষ বিপর্যস্ত। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় মানুষের ঈদের আনন্দ মাটি হতে বসেছে।’

এ সময় বিএনপি ও এর অঙ্গ এবং সহযোগী সংগঠনসহ সমাজের বিত্তবানদের বন্যাকবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান বিএনপির এই নেতা।

সূত্র-কালের কণ্ঠ